মিডিয়া প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় সভায় মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব আশরাফ-উদ- দৌলার প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বক্তৃতা, ৩ জুলাই ২০০৫

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

আচ্ছালামু আলাইকুম।

আজকের এই মতবিনিময় সভায় আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত। সপ্তাহান্তের দুই দিনের পুরো একদিন সময় আপনারা এখানে ব্যয় করতে এসেছেন যা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় এবং আপনারা যে এই সভাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন এটি তারই প্রতিফলন। বিশেষ করে যারা সুদূর সিডনী থেকে এসেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বিশেষ ভাবে ব্যারিস্টার হারুন অর রশীদ, ডঃ আবেদ চৌধুরী ও জনাব কামরুল আহসান খান কে সিডনীতে তাদের জরুরী কাজ ফেলে এখানে আসার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমি গত বৎসরের অক্টোবরে এ মিশনের দায়িত্ব গ্রহন করার পর থেকেই এ ধরনের একটি মত বিনিময় সভা আয়োজন করার কথা চিন্তা ভাবনা করছিলাম। এরিই মধ্যে বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ী এমন একটি আয়োজন করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীর এ তথ্য প্রযুক্তির যুগে মিডিয়া রাষ্ট্রীয় ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক ভুমিকা বাংলাদেশের মত একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকনির্দেশনা দিতে পারে। পক্ষান্তরে মিডিয়ার দায়িত্বহীন আচরণ রাষ্ট্রের অপূরনীয় ক্ষতিও সাধন করতে পারে।

আপনারা যারা অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলা ভাষায় পত্রপত্রিকা বের করছেন, বিভিন্ন মিডিয়ার সাথে যুক্ত থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরছেন, তারা প্রত্যেকেই স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। আমি আপনাদের সাধুবাদ জানাই। আজ আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, প্রত্যেকেই অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত এবং স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি অনুকূল মনোভাব তৈরীতে অবদান রাখতে প্রস্তুত। আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে আপনারা এখানে বাংলাদেশের একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সক্ষম যার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার পাবে, বাংলাদেশে অষ্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বোপরি অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পর্যায়ে রয়েছি তাতে এই বিশাল জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণ একটি বিরাট চ্যালেন্জ্ঞ। দেশ আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে অপূর্ণতা রয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই অপূর্ণতা নিয়ে দেশের

পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি হচ্ছে, বিভিন্ন ফোরামে সেগুলো আলোচিত ও সমালোচিতও হচ্ছে। কিন্তু বিদেশে বসে আমরা যদি সেই বিষয়গুলোই শুধু পূনরাবৃত্তি করি তাহলে তা আমাদের কোনই উপকারে আসবে না। বরং এর ফলে আমাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে ব্যাপকভাবে। বাংলাদেশের অসংখ্য সীমাবদ্ধতা সত্বেও আমরা যে সকল সাফল্য অর্জন করেছি তা বিশেষভাবে বিদেশে প্রচারিত ও প্রকাশিত হওয়ার দাবি রাখে যার ফলশ্রুতিতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এবং পর্যটকরা বাংলাদেশে যেতে উৎসাহবোধ করবে।

ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য। আমরা আজ গর্বভরে বলতে পারি বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সুপরিচিত। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও মুক্ত (Liberal) রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে একটি মডেল হিসেবে তুলনা করা হয়। নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের অধীন সাধারন নির্বাচনের যে বিধান বাংলাদেশে করা হয়েছে তা সারা বিশ্বের মধ্যে অতুলনীয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারী আর নিকোলাস বার্নস তাঁর সাম্প্রতিক ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং আগামী সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান সরকার গণতন্ত্রকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিতে বদ্ধ পরিকর। দেশে আজ মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আজ বাংলাদেশে ৬৫০ টি এর অধিক বিভিন্ন মতাদর্শের পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং একই সাথে একটি অত্যন্ত সক্রিয় সুশীল সমাজের অবস্থান আমাদের সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও পরিবেশের পরিচায়ক বৈকি। দেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরো সুসংহত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যেই একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছে। একটি মানবাধিকার কমিশন গঠনের লক্ষ্যে আইন প্রনয়ণ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমান সরকার যে দূর্নীতি প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর তার বিভিন্ন প্রমান আপনারা সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় দেখে থাকবেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাড়েসাত কোটি জনগন অধ্যুষিত বাংলাদেশ একটি ক্রমাগত খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে পরিচিত ছিলো। কিন্তু আজ ১৪ কোটি জনগণের বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। আজ খাদ্যের অভাবে বাংলাদেশে একজন মানুষও মারা যায় না। দারিদ্র দূরীকরণে সরকার বাজেটের ৬০ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করছে। সম্প্রতি প্রণীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের (Poverty Reduction Strategy Paper) আলোকে ২০০৫-২০০৬ সালের বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে ৪৮০০ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা (Social Safety Net) বিধানকল্পে, যার সুফল সরাসরিভাবে দেশের অসহায় বঞ্চিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছবে।

ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত বছরগুলোতে গড়ে ৫ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা ২০০৩-২০০৪ সালে ৬.২৭ শতাংশে দাড়িয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আজ ৩ বিলিয়ন

মার্কিন ডলারেরও উপর যা ২০০১ সালে ১ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিলো। বর্তমান সরকারের দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুফল হিসেবে আমরা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি। ২০০৫-২০০৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীর ৭১ শতাংশ ব্যয় আমাদের নিজ অর্থে সংস্থান করা হয়েছে যা আমাদের জন্য একটি বিশাল অর্থনৈতিক অর্জন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার যা ১৯৮১ সালে ৬০ শতাংশ ছিলো তা ২০০০ সালে বেড়ে গিয়ে ৯৬ শতাংশ হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার আমরা কমিয়ে এনেছি ১.৪ শতাংশে যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ৩ শতাংশের উর্ধে ছিলো। সাথে সাথে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছি প্রতি হাজারে ৮২ তে যা ১৯৯০ সালে ছিলো ১৫১ (প্রতি হাজারে)। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে ইউএনডিপি সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে দক্ষিন এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রেও সরকারের সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সুফল দেশ ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানীখাত তৈরী পোশাক বর্তমান কোটামুক্ত বিশ্ব বাজারে তার অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে তৈরী পোশাকখাতে বাংলাদেশের চির প্রতিদ্বন্দী চীনের একটি প্রতিষ্ঠান অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে ১ মিলিয়ন পিস্ টি শার্টের অর্ডার দিয়েছে। বাংলাদেশের পোশাকখাতে চীনের বিনিয়োগেরও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারের বিনিয়োগ সহায়ক নীতি ও আমাদের কর্মঠ ও সস্তা জনশক্তি প্রচুর পরিমানে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৪ সালে দেশে বিনিয়োগ প্রবাহের পরিমান ছিল ৬৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশী। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ভারতের সর্ববৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী টাটা বাংলাদেশে আড়াই বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া, সৌদিআরব, থাইল্যান্ড, স্পেন, ইতালী, কাতার, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও বিনিয়োগ প্রস্তাব আসছে। আশা করা হচ্ছে আগামী ৩-৪ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমান ১২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিনিয়োগ ছাড়াও অতি সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার সর্ববৃহৎ বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান Canning Vale Mills বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এ মুহূর্তে বাংলাদেশ সফরে রয়েছেন। অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশ যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। আজ দেশের প্রতিটি জেলাকে স্থল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। আমার নিজ জেলা রংপুরে যেতে যেখানে আগে প্রায় ১৫ টির মতো ফেরী পাড়ি দিতে হতো এবং পৌঁছতে ২৪ ঘন্টারও অধিক সময় লাগতো সেখানে আজ মাত্র ৫-৬ ঘন্টায় পৌঁছা যায়। প্রমত্ত

যমুনা নদীর উপর আজ আমরা সেতু নির্মান করেছি। পদ্মা সেতুও আজ আর স্বপ্ন নয়, শুধু বাস্তবায়নসাপেক্ষ ব্যাপার।

পরিবেশের ক্ষেত্রেও আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি। বর্তমান সরকার টু ষ্ট্রোক ইনজিন চালিত যানবাহন নিষিদ্ধ করেছে। পরিবেশ ধ্বংসকারী পলিথিনও বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা অষ্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশেও এখনও সম্ভব হয়নি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেনো একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে তার জন্যই সরকার এসকল কার্যএক্রম গ্রহন করেছে। বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দেশের এই সাফল্য মিডিয়ায় নিয়মিত তুলে ধরা জরুরী, বিশেষ করে বিদেশের মিডিয়ায়।

মাইক্রোক্রেডিট বাংলাদেশের একটি সাফল্য কাহিনী যা দেশে বিদেশে বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে। ১২০ টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশের মাইক্রোক্রেডিটের মডেল অনুকরণ করা হচ্ছে। গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাকসহ আরও অসংখ্য এনজিও মাইক্রোক্রেডিটের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীন অর্থনীতিতে একটি নীরব বিপ্লবের সূচনা করেছে। মাইক্রোক্রেডিটের সর্ব্বোচ্চ সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশের নারী নমাজ। সরকারের বিভিন্ন কার্যএক্রম, এনজিওসমূহের কার্যএক্রম এবং গার্মেন্টস শিল্প, নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আজ বাংলাদেশে ২০ হাজার এর অধিক নারী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেশের সর্ব্বোচ্চ নির্বাচিত পদ অলংকৃত করছে। World Economic Forum অতি সম্প্রতি জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনায় সাফল্য অর্জনে ৫৩টি দেশের উপর একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ সমীক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অবস্হান ছিল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের (পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, মিশর) মধ্যে সবার উপরে, এমনকি ইউরোপীয় রাষ্ট্র ইতালী, গ্রীস, তুরস্ক এবং অগ্রায়মান শক্তিশালী রাষ্ট্র ভারত, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলারও উপরে। এ সকল সাফল্য কেবলই সরকারের একার নয়। বাংলাদেশের সকল নাগরিকই এর অংশীদার। এগুলো এদেশে আপনাদের তুলে ধরতে হবে।

আপনারা এটা জানেন যে আমি সরকারী কর্মকর্তা, সরকারের বেতন ও ভাতা নিয়ে আমি কাজ করছি। আমার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ভাবমুর্তি ও সরকারের নীতি ও কর্মকান্ড তুলে ধরা ও এ লক্ষ্যে কাজ করা। এ দায়িত্ব আমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। সাথে সাথে এ দেশে আপনারা যারা বসবাস করছেন তাদের কল্যানের লক্ষ্যে কাজ করা আমার একটি প্রধান দায়িত্ব। অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অষ্ট্রেলীয় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে তখন আমি বাংলাদেশের বিবিধ সাফল্য তাদের সামনে তুলে ধরছি এবং অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় তাদের কাছে তুলে ধরছি। গত কয়েক মাসে আমি এন এস ডব্লিউ, ভিক্টোরিয়া ও দক্ষিন অষ্ট্রেলিয়া সরকারের প্রিমিয়ার ও অন্যান্য পর্যায়ে সাক্ষাৎ করেছি। তারা সকলেই বাংলাদেশের অগ্রগতির ও গণতন্ত্রের প্রশংসা করেছেন। বিশেষকরে তারা এদেশে বাংলাদেশী কমিউনিটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন যা আমাদের গর্বের বিষয়। এন এস উব্লিউ এর মাননীয় প্রিমিয়ার ও স্পীকার গত এপ্রিলের বাংলাদেশের বাণিজ্য মেলার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন এবং এটি আমাদের ইতিবাচক ইমেজ তৈরীতে ভুমিকা রেখেছে বলে

তাঁরা আমাকে বলেছেন। সিডনীবাসী ও আপনারা এ বাণিজ্য মেলাকে সফল করার জন্য যে অবদান রেখেছেন তা আমি এখানে শ্রদ্ধাসহ স্বরণ করছি এবং এজন্য আপনাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এটা অনস্বীকার্য যে, আপনাদের মত প্রবাসীদের কাছ থেকেও দেশ পাচ্ছে বিপুল পরিমান অর্থ এবং তা দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করছে। গত চার বছরে প্রবাসীদের কাছ থেকে দেশ পেয়েছে ১২ বিলিয়ন ডলার এবং এই বিপুল পরিমান অর্থ দেশের মোট জাতীয় আয় (GNP) কে করেছে সমৃদ্ধ। সরকারও আপনাদের এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ আপনাদের জন্য বিবিধ কর্মসূচী নেয়ার লক্ষ্যে গঠন করেছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যান মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের কার্যএম প্রবাসীদের কল্যানে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এবং এই মন্ত্রণালয় থেকে প্রবাসীদের কল্যানমূলক প্রকল্পে সহায়তা নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে বাংলাদেশ আজ নানামূখী আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার। বেশ কিছু বিদেশী পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার প্রচারনা চলছে। বাংলাদেশকে একটি ইসলামী মৌলবাদী এবং ব্যার্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।বাংলাদেশ বিরোধী এ সকল প্রচার প্রচারনার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার ছিনিয়ে নেয়া তথা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পংগু করে রাখা যেন জাতি হিসেবে বাংলাদেশ কখনোই মাথা উঁচু করে দাড়াতে না পারে। এ সকল অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং তা তখনই সম্ভব হবে যখন জাতি হিসেবে আমরা সকলে একযোগে কাজ করতে পারবো। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহান জাতীয় সংসদে সম্প্রতি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন যে এদেশের মানুষ ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন করেছে, তা গণতন্ত্র বিসর্জন অথবা ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে দেশকে তুলে দেবার জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কলামিষ্ট Philip Bowring International Herald Tribune পত্রিকায় ১৬ এপ্রিল ২০০৫ এ লেখা একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "It is too easy, however, to overemphasize the dangers of radical Islam here. As in India, there is little history of Islamic violence – more of leftist violence and general political thuggery. The bedrock identity of Bangladesh is being Bengali first, Muslim second. Surrounded by non-muslim states and far from the Middle east, Bangladesh is closer in spirit to Southeast Asia than to Pakistan or the Arab world. Instances of intolerance are the exception not the rule and have been widely condemned by the news media." এই নিবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন, "But the bottom line is that Bangladesh remains with some blemishes, a plural,

secular, open and democratic nation whose virtues are seldom credited…"

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের তুলনায় আমাদের ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেক গভীর যা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অংগ হিসেবে বিবেচিত এবং যার জন্য আমরা প্রকৃত অর্থেই গর্ববোধ করতে পারি। এখানে বিশষেভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গত পবিত্র রমজান মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের সারদীয় দূর্গাপূজা অত্যন্ত সাড়ম্বরে ও শান্তিপূর্ণভাবে উৎযাপিত হয়েছে যা আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আজকে আমাদের এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এই নয় যে আপনারা আপনাদের মত ও আদর্শ পরিবর্তন করবেন। সেটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। স্ব স্ব মত, আদর্শ ও নীতি গণতান্ত্রিক চর্চার মূলমন্ত্র। কিন্তু ভিন্ন আংগিকে ও প্রেক্ষাপটে থেকেও দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের ইতিবাচক উন্নয়ন ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোন বাধা আছে বলে মনে করি না।

এ সকল লক্ষ্যকে সামনে রেখে অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে আমরা বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছি যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।

১) মেলবোর্ণে Monash University তে আমরা বিগত এপ্রিল মাসে "Democracy and Development in Bangladesh" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করেছিলাম। এই সেমিনারে আমি একটি পেপার উপস্থাপন করি যা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সেখানকার ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবি মহলে প্রচুর আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী নভেম্বরে আরেকটি Trade and Investment Opportunities in Bangladesh শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে 'বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট' এর একজিকিউটিভ চেয়ারম্যান, ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান ও এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্টও যোগ দিবেন। এই সেমিনার থেকে আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় আমাদের পন্যের রফতানী বৃদ্ধির ও বিনিয়োগের প্রস্তাব পাবার আশা করছি।

২) সাউথ অষ্ট্রেলিয়া সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে Adelaide এ আসছে ১লা আগষ্ট বাংলাদেশের উপর দুটি উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছে - একটি বাংলাদেশে ব্যবসায় ও বিনিয়োগ বিষয়ে ও অপরটি বাংলাদেশের জনশক্তি এদেশে রপ্তানী বিষয়ে। এডেলাইডের এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যান বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ আমি এবং আমার কমার্শিয়াল কাউন্সেলর যোগদান করব।

৩) আমরা শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টের বাংলাদেশ সংক্রান্ত পার্লামেন্টারী কমিটির সদস্যদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হতে যাচ্ছি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুদেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও নিবিড় করা।

৪) এখানে আমি একটি ঘোষনা দিতে যাচ্ছি যা আমি নিশ্চিত আপনারা সানন্দে গ্রহণ করবেন। সম্প্রতি আমি অষ্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে বাংলাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচলের প্রস্তাব রাখি। অষ্ট্রেলিয়া সরকার এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরে তাদের সম্মতি প্রদান করেছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা আশা করছি এ বছরের মধ্যেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে এবং তা হলে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরাই উপকৃত হবেন। এ ছাড়াও এর ফলে দু'দেশের জনগণের মধ্যে People to People যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

৫) সম্প্রতি NSW র প্রিমিয়ার বব কারের সাথে আমার সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে জানান যে New South Wales এর সরকার বাংলাভাষাকে তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভূক্তির অনুমোদন দিয়েছে যা আপনারা ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছেন। বাংলাভাষাকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সিডনীস্থ বাংলা প্রসার কমিটিসহ বিভিন্ন এসোসিয়েশন ও সকল প্রবাসী বাংলাদেশীগন ব্যাপক ভুমিকা রেখেছেন যার জন্য তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০২ সালে তাঁর অষ্ট্রেলিয়া সফরকালে প্রিমিয়ার বব কারকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

৬) অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের দক্ষ/অদক্ষ জনশক্তি বিশেষ করে ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশার লোকদের আনার বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার সরকারের সাথে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গজঠ সরকার, সাউথ অষ্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়া ষ্টেট সরকারের সাথে আমি সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলেছি এবং এই লক্ষ্যে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাব।

৭) এছাড়াও আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের দায়িত্বের মধ্যে কনস্যুলার কার্যক্রম অন্যতম। আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২০০২ সালের সিডনী সফরকালে সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীগন সিডনীতে একটি কনস্যুলার অফিস খোলার দাবী করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের দাবী বিবেচনা করে একটি কনস্যুলার ক্যাম্প খোলার নির্দেশ দেন এবং এই নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সিডনীতে ক্যাম্প অফিস করেছি যেখানে বাংলাদেশীরা ১/২ ঘন্টার মধ্যে তাদের কনস্যুলার কাজ সারতে পারছেন। আমরা এখন মাসে একবারের পরিবর্তে দুবার টীম পাঠাচ্ছি যার ফলে এই কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়েছে বলে আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। ক্যাম্প অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অফিসের পরিবেশ উন্নয়নে আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন যার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সম্প্রতি আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্যাম্প অফিসটি পরিদর্শন করে এর পরিবেশ উন্নয়ন ও কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কিছু নির্দেশনা দিয়েছি। সিডনীস্থ বাংলাদেশীরা যাতে সহজে অফিসটি খুঁজে পান তার জন্য নামফলক/নির্দেশনা ফলক বসানোর ব্যবস্থা অচিরেই হচ্ছে।

হাইকমিশনের পাশাপাশি অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি তুলে ধরতে ব্যাপক ও অগ্রনী ভুমিকা পালন করছেন। আপনারা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ

দিবসসমূহ উৎযাপন করছেন যার ফলে একদিকে যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণকারী আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের শিকড় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া এবং বাংলাদেশী হিসেবে গৌরববোধ করতে অনুপ্রাণিত করা যাচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি, সিডনীর Ashfield এ আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের স্বরণে একটি শহীদ মিনার নির্মিত হবে। এজন্য আমি এর উদ্যোক্তাসহ সকল বাংলাদেশীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সিডনী মেলবোর্ণ ও অন্যান্য স্থানে আমাদের বাংলাদেশী প্রবাসীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য পেশার লোকেরা বিভিন্ন প্রশংসনীয় কার্যএক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন যার জন্য তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, মেলবোর্ণস্থ বাংলাদেশীদের অর্থায়নে পরিচালিত একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি জনস্বাস্থ্য প্রকল্পে সম্প্রতি ৪০ হাজার ডলার অনুদান দিয়ে সহায়তা করেছে। প্রবাসী হিসেবে বাংলাদেশে এরুপ কল্যাণমূলক কাজ করার একটি বিরল দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ছাড়াও বাংলাদেশে গত বৎসরের প্রলয়ংকরী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে অষ্ট্রেলিয়ার সকল ষ্টেট থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিপুল পরিমান অর্থ প্রেরণ করেছেন যার জন্য আপনাদের মাধ্যমে তাদের সকলকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রিয় শুধী মন্ডলী,

হাইকমিশন ও কমিউনিটি একে অপরের পরিপূরক ভুমিকা পালন করবে - এই আমার আশা, কারন উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক এবং তা হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখা, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা আজ মিলিত হয়েছি। এ সভার উদ্দেশা এই নয় যে আমরা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে ঐক্যমতে উপনীত হবো এবং এটি সে ধরনের কোন ফোরামও নয়। তাই আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুকে আমরা নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে সাজিয়েছিঃ

১) বাংলাদেশের জনগনের কল্যাণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রয়াসকে আরো কার্যকর করা।

২) সরকারের ইতিবাচক সাফল্যসমূহ বস্তুনিষ্ঠভাবে অষ্ট্রেলিয়ার মিডিয়ার ক্ষেত্রে তুলে ধরা।

৩) অষ্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়নে আপনারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কি ভুমিকা পালন করতে পারেন তা আলোচনা করা।

৪) দূতাবাস এবং কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন ও এক্ষেত্রে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও সহযোগিতা।

আমি আশা করি আজকের এই হৃদ্যতাপূর্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে এ বিষয়গুলো আমরা তুলে আনতে সক্ষম হবো।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে প্রিয়তম স্বদেশের স্বাধীনতা আমরা ছিনিয়ে এনেছি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীনতার ৩৫ বৎসরে পদার্পন করেছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেক ঘাত প্রতিঘাত এবং চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল, উন্নয়নমূখী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা বিদেশের মাটিতে হতাশার সন্ধান না করে আশার আলো জ্বালি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি উক্তির মাধ্যমে শেষ করতে চাচ্ছি। তিনি বলেছেন, ‘বিদেশের মাটিতে প্রত্যেক বাংলাদেশীই একজন রাষ্ট্রদূত এবং তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা সমুন্নত রাখবেন সেটাই তাঁদের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা।’

পরিশেষে আমি আবারো আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদেরকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।